ভোরের কাগজ

তারিখ 27 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

নারী শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন

মীনা গুহ

স্বাধীন বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, ষাটের দশকের পর আমাদের দেশে সরকার বহুবার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্তমান শতাব্দীর শুরু হতে আজ পর্যন্ত নানা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কোনটি সরকারিভাবে আবার কোনো কোনোটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায়। শিক্ষা সংস্কারের জন্য এ দেশীয় মনীষীদের অবদান স্মরণীয়। আমরা জানি, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ দিনের পর দিন ঔপনিবেশিক শোষণ আর নিপীড়নে জর্জরিত ছিল— এই অত্যাচারের মধ্যেও তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে।

আমাদের দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। এর বৃহৎ অংশ আজো নিরক্ষর এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিটি পরিবারে রয়েছে মাত্র দুএকজন উপার্জনকারী আর অন্যরা নির্ভরশীল এ অবস্থায় প্রথমেই জরুরি প্রয়োজন পরিবারের আর্থিক কল্যাণ সাধন। এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পরিবার থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। কারণ আমরা জানি, জাতীয় উন্নয়নে নারী–পুরুষ [illegible] জরুরি। গতানুগতিক কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থায় এ দেশে বহু বেকার সৃষ্টি হয়েছে দিনের পর দিন। যা বোঝাস্বরূপ আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পথে।

বর্তমানে আমাদের দেশে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগী। আর এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রথমেই পল্লীর দিকে নজর ফেরাতে হবে। কারণ আমাদের কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প এখনো এগুলো গ্রামভিত্তিক। জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ আসে গ্রামীণ উৎস হতে। তাই সর্বাগ্রে গ্রামীণ উন্নয়ন জরুরি।

উন্নয়নের প্রথম শর্ত সাক্ষরতা অর্জন। যা বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত। সাক্ষরতা জরিপের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালে ছিল ২১ শতাংশ, ১৯৬১ সালে ছিল ২১.৫ শতাংশ আর ১৯৭৪ সালে ২২.২ শতাংশ। ২৩ বছরে সাক্ষরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল (১৯৫১—১৯৭৪) মাত্র ১.২ শতাংশ। অন্যদিকে ঐ সময় নিরক্ষরতার সংখ্যা বেড়ে ২৪৬ লাখ থেকে বেড়ে ৪৬২ লাখ হয়েছে। গত বছরগুলোতে এ সংখ্যা আরো অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এখন আমাদের একমাত্র কাজ জাতিকে জাগ্রত করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। প্রথমেই সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া তোলা, উচিত— তা নাহলে দেশের উন্নয়ন কোনোদিনই সম্ভব নয়। আমাদের জানা উচিত 'শিক্ষা' এবং 'উন্নয়ন', এ দুটো পাশাপাশি স্থাপিত শব্দ, এগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা কোনোমতেই শুভ বুদ্ধির লক্ষণ নয়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ষাটের দশকের পর শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বহুবার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটি টিকে থাকেনি। পদক্ষেপগুলো ত্রুটিযুক্ত ছিল কারণ সেখানে নিরক্ষর ছিল বেশি। অর্থনৈতিক যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একমাত্র বাহন হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া উন্নয়নের চেষ্টা বৃথা। তাই আমরা দেখি দেশীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ শতাব্দীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে ছিল বলে এ দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি উন্নয়নের অবাধ সুযোগ ছিল না। বর্তমানে স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে উপযুক্ত দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ কাজ করছে।

প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদের দেশে নমনীয় নয় বলে এখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মতো জনবল সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে নিরক্ষরতার সংখ্যা এবং ঝরে পড়া পড়ুয়ার সংখ্যা। শেষোক্ত দুই দলকে নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে আরো একটা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে যাকে আমরা নাম দিয়েছি 'উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা'। নমনীয় এ শিক্ষাব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া দল, ঝরে পড়া পড়ুয়ারা সবাই জোট বেঁধেছে লক্ষ্য অর্জনের

নমনীয় এ শিক্ষাব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া দল, ঝরে পড়া পড়ুয়ারা সবাই জোট বেঁধেছে লক্ষ্য অর্জনের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। কারণ আমরা জানি, এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক ও যুগোপযোগী। উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে এবং আর্ন্তজাতিক মানের শিক্ষা অর্জনের জন্য আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি কামনা করে নারী শিক্ষাকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। কারণ আমরা জানি, এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক ও যুগোপযোগী। উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে এবং আর্ন্তজাতিক মানের শিক্ষা অর্জনের জন্য আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি কামনা করে নারী শিক্ষাকে নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের অর্ধেক নারী শিক্ষার সুযোগ পেলে উন্নয়নের গতি আরো দ্বিগুণ বাড়বে, প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতেকলমে কর্মোপযুগী শিক্ষাগুলোতেও নারীরা সমান সুযোগ পাবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শূন্যতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য এ দেশের সরকারি–বেসরকারি সংস্থাগুলো ছাড়াও প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। আধুনিক এ শিক্ষাব্যবস্থায় নারী শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, তৃণমূল পর্যায়ে সর্বস্তরে শিক্ষাকে গণমুখী চেতনায় উজ্জীবিত করতে হবে।

আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল শিকড়টি গ্রামেই প্রোথিত। সংস্কারমুক্ত, গোঁড়ামিমুক্ত, শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে আমাদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমান অবক্ষয়কে কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে আমাদের আরো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। পুরুষরাই একচেটিয়া শিক্ষার সুযোগ পেতো— নারীর শিক্ষার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। মুসলিম নারী তখন পর্দাপ্রথার কারণে অন্ধকারে থাকতেই অভ্যস্ত ছিল। বেগম রোকেয়া সর্বপ্রথম এ দেশীয় মুসলিম নারীদের শিক্ষার পথ দেখান

এছাড়াও এ দেশীয় বহু মনীষী শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন: তাদের বিশ্বাস ছিল আত্মমুক্তির জন্য এ দেশে নারী–পুরুষের উভয়েরই শিক্ষা প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় পুরুষ ও নারীকে একই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস লৌকিক জীবনের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য বিধান থেকে আধ্যাত্মিক মুক্তি পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য সম্প্রসারিত। সুসভ্য মানবজীবনের যে দুটি দাবি অবশ্য স্বীকার্য— তার একটি গ্রাসাচ্ছাদনের অপরটি মননশীলতার, দ্বিতীয়টি বৌদ্ধিক থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। শিক্ষা এই উভয় দুটিই পূর্ণ করতে সক্ষম। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় উন্নয়নে নারী–পুরুষ উভয়ের উপস্থিতিই কাম্য। বিদ্রোহী কবি নারী শিক্ষার পক্ষেই যুক্তি দেখিয়েছেন বারবার। বিদ্রোহী কবির আকাঙ্ক্ষাই ছিল—

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

এই অর্ধেক অংশকে
রাখা কাম্য হতে পারে না
আন্দোলন থেমে থাকেনি।
পরও আমরা দেখি সর্বত্র
আমাদের প্রচলিত শি
দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল ধীরে
পরিমার্জন প্রক্রিয়ার কা
বাংলাদেশের নারী শিক্ষার
শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ৩
দেরিতে হলেও জাতীয়
দিচ্ছে।

বেগম রোকেয়ার
কারণেই এ দেশের নারী
হয়েছিল। তার সময়কাল
মধ্যে বিরাট ব্যবধান।
হাতের সেই ইশারায় আ
শিক্ষা বহতা স্রোত। তা
প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল,
মুখ থুবড়ে পড়েননি।
থেকে মুক্তির জন্য উচ্চারণ
'কেন আসিলাম, হা
কেন জন্ম লভিলাম পর্দা–
[illegible]
আর্তনাদ করতেন, আ
কারাবাসে নেই। কিছুটা
এ দেশে শিক্ষার জন্য
আন্দোলন করেছিলেন
আন্দোলন ছিল 'নারী
সৈয়দ আহমদের আ
'আলীগড় আন্দোলন' যা
১৯০৯ সালের ১ অ
ভাগলপুরে একটি বিদ্যাল
১৯১২ সালের ১৬ মার্চ
লেনে সাখাওয়াত মেমো
আরেকটি স্কুল স্থাপন
সাহসিকতার মধ্য দি
কাজটি করেছিলেন।
ব্যবস্থা চালু করার ল
হয়ে না উঠলে এ দে
অন্ধকারেই থাকতো;
শরীরে কাঁটা দেয়।
রবীন্দ্রনাথের সমাজহি
আমাদের চলার পথের
'শিক্ষা' (১৯১৫) নিব
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে
[illegible] তাই বিদ্যা, তা
মেয়েকেও জানতে হবে
জন্য যে তা নয়। জানব
জ্ঞান সেখানে মেয়ে–পু
যেখানে ব্যবহার সেখা
সত্যটা মেনে নিয়েই
উচিত, মেয়েদের স্ব
শিক্ষার নানা আয়োজন
মা হওয়া মেয়েদের স্ব
সত্য মনে রেখে মেয়ে
সহচরী করে নেওয়া উ
করতেন।

আজ সময় এসে
উন্নয়নে সর্বাগ্রে প্রয়ো
করা, আর এ লক্ষ্যে
বেসরকারি সংস্থাসমূহ
কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়
শিক্ষায় অগ্রগতি, স
উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

মীনা গুহ : শিক্ষক, প্রা